REG. NO. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত।

১০ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৩শে আশ্বিন বুধবার ১৩৩০ ইংরাজী 10th October 1923 | ১৬শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ২৬ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রণা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পারে না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এম, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷৹
" " ছোট শিশি ১৸৹

স্যাঙো

স্বর্ণঘটিত পাসসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে শরৎ পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সন্ধি আদি সমস্তই স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সকল উপসর্গে স্যাঙো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৹
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহৌষধ। স্ত্রীজাতির ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৹ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৶৹ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

বক্তেভ্যো মেধেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২০শে আশ্বিন বুধবার ১৩৩০ সাল।

আগমনী।

—:o:—

বৎসরান্তে কৈলাসবাসিনী কৈলাস ছাড়িয়া তিন দিনের জন্য আমাদের নিরানন্দ ভারতে আনন্দ দান করিতে আসিতেছেন। সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ, ধনদাত্রী কমলা, বিদ্যাদায়িনী বীণাপানি, দেব সেনানী তারক বিজয়ী কার্ত্তিকেয়, সকলেই আছেন। মা যেন সদলবলে পূর্ব্বেকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কার্পণ্যগুণসম্পন্না হইয়াছেন বলিয়া আমাদের স্থূলদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ মা জগদম্বা ত আজ নূতন আসিতেছেন না। তিনি বিপন্ন রামচন্দ্রের বিপদোদ্ধারের জন্য ত্রেতা যুগে অকালে আহূতা হইয়া আসিয়াছিলেন, তদবধি রামের বিজয়লাভে সামর্থ্য দেখিয়া অনেক ভক্তই তাঁহার পূজার আয়োজন করিয়া মায়ের অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছে। কাজেই মাকে বৎসর বৎসর আসিতেই হয়। শরৎকালে প্রকৃতি দেবীর মনোহরা মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইত যে মায়ের আগমনের বিলম্ব নাই। মেঘ নির্ম্মুক্ত আকাশ, স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী, শারদাকাশে শশধর, সরোবরে প্রফুল্ল কমল দল, স্থলে স্থল পদ্ম, সেফালি কুসুম ইহাঁরাই মায়ের আগমন সূচনা করিত। সেই মাইতো এখনও আসেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, কিন্তু প্রকৃতি দেবী যেন সেরূপ প্রফুল্লতা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহা কি প্রকৃতির ত্রুটি, না মায়ের কার্পণ্য, কিম্বা আমাদেরই ভক্তির হ্রাসতা ইহাই নির্ণয় করা কঠিন। ত্রেতায় রঘুনাথ রাবণবধের জন্য যেরূপ আগ্রহের সহিত মায়ের পূজা করিয়াছিলেন আমরা কি তেমন পারি? তিনি নীল পদ্মাভাবে নিজের চক্ষু পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিয়া মায়ের চরণে অঞ্জলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আমরা তাঁর লক্ষাংশের একাংশ ত্যাগ করিতে পারি কি? আমরা মায়ের পূজার অছিলা করিয়া নিজেদের আহার বিহারের বরাদ্দ ও আমোদের মাত্রাটা কয়েক দিনের জন্য বাড়াইয়া ফূর্ত্তি করিনা কি? আমাদের বোধ হয় মাও সে সমস্ত বুঝিতে পারিয়াই আমাদের ভক্তির অনুপাতে সুখ এবং মোক্ষ দান করিতেছেন। সুখদা মোক্ষদা মা আমার, এক্ষণে সুখ এবং মোক্ষ দানে কার্পণ্য করিতেছেন। আমরা আজ কাল যাহাকে দুর্গোৎসব বলি তাহা যেন দুর্গার পূজা উপলক্ষ করিয়া আমাদেরই আমোদ উৎসব। মনে হয়, যদিও মা আসেন তবে কিছুদিন পরে বোধ হয় আর আসিবেন না।

মুচির টিটকারী

—:o:—

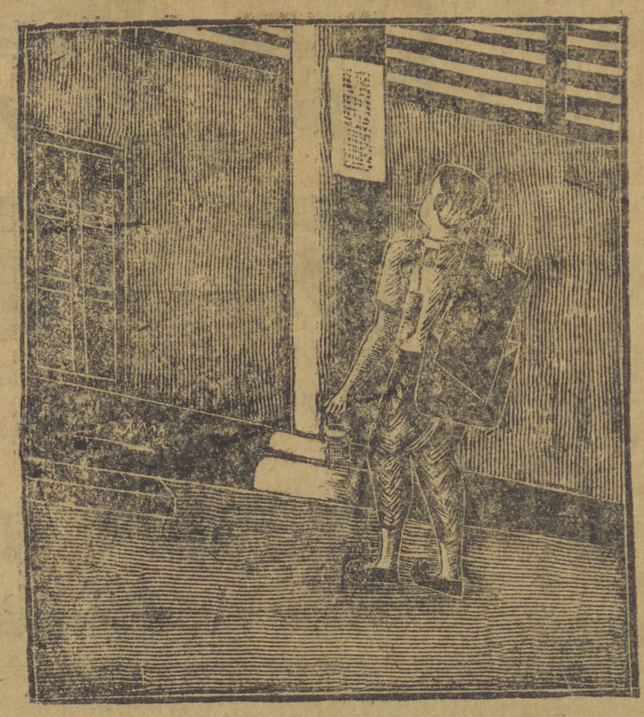

মুচি আমি সমাজেতে
বড় ছোট জাতরে।
পয়জার সেলাই করি
করি জুটো ভাতরে।
ধনী মানী বিদ্বান্
ঘৃণা করে আমারে,
তখনই করিবে স্নান
ছুলে এই চামারে
অপকর্ম্ম তাহাদের
মত আমি পারি না,
ঘশ মান সুখ্যাতির
ধার কিছু ধারি না।
ভদ্রলোক তোমরাহে
মোটা টাকা ঘুষ খাও,
ঘুষ খেয়ে ভুস্ মেরে
স্বদেশ ছাড়িয়া দাও।

আমারি ত জাত ভাই
শুনিয়াছ আর বার,
শত্রু সনে যুদ্ধ করি
গিয়েছিল দরবার।
তোমাদের মূলমন্ত্র
টাকা কড়ি খোঁজারে,
জল না দেখেই সবে
খুলে দিলে মোজারে।
বেচে ফেল জমিদারী
ছিঁড়ে ফেল খদ্দর,
ও'খেয়ে মরেনাকো
ঘুষখোর ভদ্দর।
স্বদেশের জন্য কি
করিলেহে ফয়দা,
টাকা ধর্ম্ম টাকা স্বর্গ
টাকাতেই পয়দা।

আগমনী

—:o:—

বাহরে মা তোরে বলি
হর-মনোমোহিনী।
দুর্গতি বাড়াতে মোদের
এলি দুর্গতিনাশিনী।

কৈলাসেতে থাক পাছে ছাই মাখ
লোকমুখে শুনি কাহিনী।
এসে মোদের আবাসে বাড়াও বিলাসে
একি মা-সিংহ বাহিনী।

বছরে বছরে দেহি দেহি ক'রে
কত চাই তোরে জননি,
তুমি দাওনা তাহে কাণ, এ কেমন বিধান
সুখ শান্তি বিধায়িনী।

পুত্র কন্যা সবে, দেহি দেহি রবে,
যাপ্ত করে দিবা রজনী।
মোরে মায়াকালে, বাঁধিয়া মজা'লে
নিজে কিন্তু মাগো মজনি।

অবকাশ গ্রহণ।

—:o:—

আমরা চিরপ্রথানুসারে শারদীয় মহাপূজা উপলক্ষে গ্রাহকগণের নিকট দুই সপ্তাহের অবকাশ গ্রহণ করিলাম।

নোটীশ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমি শ্রীভজহরি নাথ ১৩২৫।২রা মাঘ তারিখে ও আমি শ্রীহরিদাস নাথ ১৩২৬।২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সাটুইগ্রাম নিবাসী ৺মহেন্দ্রনারায়ণ ধরের পুত্র শ্রীমনোরঞ্জন ধরকে যে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম অদ্য হইতে উক্ত আমমোক্তারকে cancel বা রহিত করিলাম। উক্ত আমমোক্তার আমাদের কর্ম্মচারী ছিল, উক্ত কর্ম্মচারীকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিয়াছি। অদ্য হইতে তাঁহার কৃতকার্য্যে আমরা বাধ্য হইব না ইতি সন ১৩৩০ সাল তারিখ ১৭ই আশ্বিন।

শ্রীভজহরি নাথ ও
শ্রীহরিদাস নাথ
সাং জঙ্গিপুর।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমার স্বামী ৺প্রতাপ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে একমাত্র স্ত্রী ওয়ারীশ রাখিয়া পরলোক গমন করিবার পর হইতে আমি তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে বরাবর সত্ববতী ও দখলকারিণী আছি। আমি পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোক বিধায় গত কয়েক বৎসর হইতে আমার নিযুক্ত গোমস্তা শ্রীযুক্ত বগলাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী আমার পক্ষ হইতে আদায় তহশীলাদি সকল কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র রায় চৌধুরী আমার অনুমতি মতে আমার বিষয় সম্পত্তির সময় সময় তত্ত্বাবধান করিতেন। উক্ত পূর্ণ চন্দ্র রায় চৌধুরী নানারূপ অন্যায় ও ক্ষতিকর কার্য্য করায় আমি তাঁহাকে আমার সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতে নিষেধ করিয়াছি এবং তাঁহাকে আর উক্ত কার্য্য করিতে দিতে ইচ্ছা করি না। কেহ তাঁহাকে আমার প্রাপ্য খাজনা বা ভাগজমল দিলে বা তাঁহার সহিত আমার বিষয় ও কার্য্যকলাপ সংক্রান্ত কোন

কার্য্য করিলে আমি তাহাতে বাধ্য হইব না এবং কেহ তাহা মঞ্জুরা পাইবেন না। শ্রীযুক্ত বগলাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী পূর্ব্ববৎ আমার গোমস্তা বাহাল আছে এবং তাহার উপর পূর্ব্ববৎ আদায় তহশীলের ভার আছে। তাঁহার নিকট হইতে আমার বকলমে তাহার দস্তখতি আমার মোহরাঙ্কিত আমার সেরেস্তার প্রচলিত চেক দাখিলা লইয়া ও রসিদ লইয়া সকলে খাজনা ও ভাগজমল দিতে পারিবেন। ইতি সন ১৩৩০ সাল তারিখ ১লা আশ্বিন।

শ্রীযুক্তা তরঙ্গ তারিণী চৌধুরাণী।

সাকিম রঘুনন্দগঞ্জ।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে আমি গত চৈত্র ও বৈশাখ মাসে কলিকাতা থাকা সময়ে আমার অনুপস্থিতে আমার প্রাইভেট ষ্টেটের চার্জ্জ ও দলিল দস্তাবেজের বাক্স এবং আলমারীর চাবী আমার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র ভূষণ ঘোষ ওরফে অতুল চন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে ছিল ঐ সময়ে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ও চার্জ্জ বুঝাইয়া না দিয়া অনুপস্থিত অবস্থায় ধুলিয়ান বাজারে বেশ্যালয়ে বাস করিতে থাকেন। আমি কলিকাতা হইতে আসিয়া তাহার কার্য্যে বিশেষ সন্দেহজনক বিবেচনা করিয়া সেরেস্তার দলিল দস্তাবেজ অনুসন্ধান করিতে জানিতে পারিলাম যে আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত শরৎ ভূষণ বসু মহাশয় বরাবর লিখিয়া দেওয়া জেলা মালদহের অধীন বিনোদপুর সাকিমের জমি-রুদ্দিন মকসদ আলি বিশ্বাস দিগর দস্তা সন ১৩২৬ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সম্পাদিত ৬৯৯৲ টাকার একখানি রেহেনী রেজিষ্টারীকৃত তমসুক যাহা আমার জিম্মায় ছিল তাহা দলিলের বাক্সে নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উক্ত দলিল কথিত দেনদারের সহিত যোগসাজসে নগেন্দ্র ভূষণ ঘোষ ওরফে অতুল চন্দ্র ঘোষ গোপন করিয়াছেন। এই সন্দেহ-মূলে এই বিষয় সমসেরগঞ্জ থানায় রোজনামচা জানাইয়া রাখা হইয়াছে। ঐ দলিলের পাওনা বাবদ দেনদারগণ এ পর্য্যন্ত কপর্দ্দিক আদায় দেয় নাই সুতরাং ওয়াশীল সম্বন্ধে উক্ত অতুল বাবুর হাতের দলিলের পৃষ্ঠের কোন ওয়াশীল দেওয়া দেওয়া বা পৃথক রসিদ থাকিলে ঐ ওয়াশীল যোগসাজসী প্রবঞ্চনামূলক গণ্য হইবেক। তদ্দারা মহাজন বাধ্য হইবেক না। যেহেতু অতুল বাবু শরৎ ভূষণ বসুর কোন কর্ম্মচারী ছিলেন না বা তাঁহাকে ঐ প্রকার টাকা আদায় বা রসিদ দিবার কোন প্রকার ক্ষমতা দেওয়া ছিল না। প্রকাশ থাকে যে আমাদের প্রাইভেট সম্বন্ধীয় উক্ত অতুল বাবুর দস্তা কোন প্রকার কর্জ্জ খাজানা ইত্যাদি বাবদ রসিদ দেওয়া বা বিনা রসিদের কোন টাকা আমি মঞ্জুরা দিব না বা দিতে বাধ্য নহি। তাঁহার কৃত ঐ প্রকার কার্য্য সমস্তই নাকচ হইবে ইতি—

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ রায়।

সাং কাঞ্চনতলা।

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, হাওড়া সরকারি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ও বর্ত্তমান কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু-চিকিৎসক।

ছানি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার চক্ষু চিকিৎসা, করা হয়। চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা করা হয়।

পলিপাস, এডিনয়েড ও টনসিল

অপারেশনের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। বধিরতা ও কর্ণস্রাব প্রভৃতি কর্ণরোগের এবং নাসারোধ ও রক্ত পূজ পড়া প্রভৃতি নাসিকারোগের চিকিৎসা করা হয়।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান ঃ—

প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহরে ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত—নিজ বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩৭২৫

দ্বিপ্রহরে ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত, বৈকালে ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত—আই, ইয়ার, নোজ, থ্রোট ক্লিনিক, রুম নং ২২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট দোতলায়।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

* * * ১২৮৫ সালে স্থাপিত * * *

হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বরদা, পাতিয়ালা, ইন্দোর,

কাশ্মীর, যোধপুর, ভরতপুর, কাশী,

গোয়ালিয়ার, কোলাপুর,

বলরামপুর,

ইত্যাদি প্রদেশের

—নরপকুলবৃন্দ পৃষ্ঠপোষিত—

সাধারণ দুরারোগ্য রোগের কতিপয় পরীক্ষিত মহৌষধ।

অমৃতাদি কষায়	সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের পাচন। এক শিশি ১৲; ডাকে ১৸৵০ আনা।
কাঞ্চন ঘৃত	সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এক পোয়া ৫৲ টাকা; ডাকে ৫৸৵০ আনা। অর্দ্ধ পোয়া ২৷০ টাকা; ডাকে ৩৵০ আনা।
কনকাষ্টক	ক্রিমি রোগের অমোঘ মহৌষধ। এক কৌটা ১৲ টাকা; ডাকে ১।৶ আনা।
কর্পূরাসব	প্রবল উদরাময় ও ওলাউঠার মহৌষধ। এক শিশি ৷০ আট আনা; ডাকে ৷৸৵০ আনা।
কুটজাসব	রক্তামাশয় ও তরুসংক্রান্ত জ্বর, শোথ, অরুচি, উদরে বেদনা ইত্যাদি প্রশমিত হয়। এক শিশি ২৲ টাকা; ডাকে ২৸৵০
ক্ষতান্তক তৈল	দুষ্টক্ষত, নালী ঘা, কাণে পূয, নাস্থাদ্য ঘা, বালকদিগের খোস পাঁচড়া, ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের আশু ফলপ্রদ ঔষধ; এক শিশি ১৲ টাকা; ডাকে ১।৵০।
ক্ষুধাবতী	অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, প্রভৃতি উপদ্রবের মহৌষধ এক শিশি ১৲ টাকা; ডাকে ১।৵০ আনা।
দশনকান্তি চূর্ণ	দাঁতের গোড়া ফোলা ব্যথা হওয়া, দন্তরোগের রক্ত ও পূযাদি স্রাব বন্ধ করিতে অদ্বিতীয়। এক কৌটা ৷০ আনা; ডাকে ৸০

নিবেদন — অর্ডার পাঠাইবার সময় স্বীয় নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

"ট্র্যাড্ মার্ক"

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা ঃ "জিভীশিয়ান"

টেলিফোন নং ঃ ২৭১৫ কলি ঃ

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিংশতি শতাব্দীর অপূর্ব্ব আবিষ্কার।

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা"—স্বর্গের সুধাতুল্য এই বটিকা সেবন করিলে আর মদনানন্দ মোদক, কামেশ্বর মোদক প্রভৃতি খাইতে হইবে না। ইহা বিলাস প্রিয় যুবক যুবতীর অতি আদরের বস্তু। পরীক্ষা করিলে ইহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন। অপর পক্ষে ইহা স্ত্রী এবং পুরুষের ধাতু দৌর্ব্বল্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ। সুস্থ শরীরে ইহা নিয়মিতরূপে সেবন করিলে দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ শরীর পরিপুষ্ট এবং বলশালী হয়। মূল্য ৩২ বটিকায় ১ কৌটা মাত্র ১৲ এক টাকা।

কেশ তৈলের রাণী—"মনি তৈল"—ইহা যুবক, যুবতীর অতি আদরের জিনিস। যিনি একবার এই তৈল ব্যবহার করিয়াছেন তিনি নিশ্চয় আর কোনও প্রকার তৈল পছন্দ করিবেন না। ইহার সৌগন্ধ এত মনোহর যে ইহা থাকিলে গৃহের চতুর্দ্দিক সদ্য প্রস্ফুটিত পারিজাত কুসুমের গন্ধে মন প্রাণ আকুল করিয়া তুলিবে। ইহার গুণও অতুলনীয়। এই তৈল নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে মস্তিষ্ক শীতল রাখে, শরীর স্নিগ্ধ এবং পরিপুষ্ট করে, কেশরাশি পরিবর্দ্ধিত, কোমল এবং সুচিক্কণ করে। ইহা বাজারের তথাকথিত অপদার্থ এবং অন্তঃসারশূন্য কেশ তৈল নহে। মূল্য ৫ তোলার শিশি ১৲ টাকা মাত্র।

চক্ষু রোগের অব্যর্থ মহৌষধ "মমীরা"

ইহা যাবতীয় দুরারোগ্য চক্ষুরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ। বহু অর্থ ব্যয়ে আফগানিস্থান হইতে আমরা ইহা সংগ্রহ করিয়াছি। এই আসল এবং অকৃত্রিম মমীরা অল্পদিন ব্যবহারে বিনা অস্ত্রে ছানি নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি তোলা ১০০৲ এক শত টাকা। ৵০ দুই আনা ওজনের কমে বিক্রয় করা হয় না। কমিশন দেওয়া হয় না।

সুবর্ণ সুযোগ! সত্বর হউন!

এই পত্রিকার নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে এবং বিনামাশুলে একখানি কামশাস্ত্র পাঠাইয়া থাকি।

বৈদ্যশাস্ত্রী মণিশঙ্কর গোবিন্দজী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পায়ের সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের খুঁড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাশি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷০ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের হবে, বর-কনের বাবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৷৵০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৷৵০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, ঘোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।
রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

১নং। দামোদর সুধা। ঃ—
মূল্য ॥৵০
ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য
অপেরাণ। ঃ—
বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীতলী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

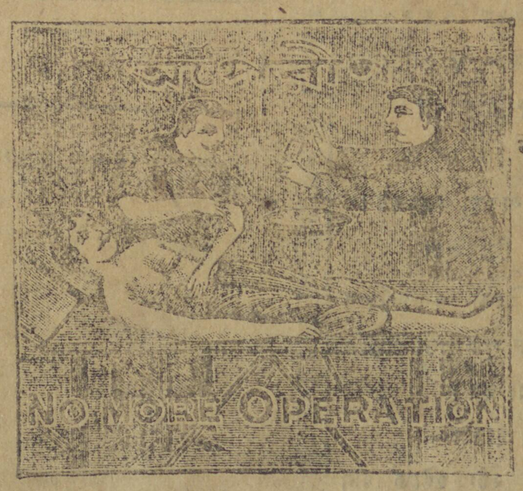

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷০ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ—ওলাউঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵০ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲।

৪নং। একজিন ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ৷০ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।